সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফকে উপেক্ষা করে ছুটছে ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন থানার ব্যবস্থাপনায় পথনিরাপত্তা সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে স্কুল, কলেজের সামনে এবং বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। বিভিন্ন সময়ে রাজ্যপুলিশকে দেখা গিয়েছে, বিনা হেলমেটে পরা বাইক আরোহীকে গোলাপ ফুল দিয়ে আবার কখনও হেলমেট দিয়ে সচেতন করতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, গত বছর বর্ধমান শহরের পুলিশ পথনিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের সময় বিনা হেলমেট পরা বাইকআরোহীদের চিহ্নিত করার জন্য আবির মাখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আরামবাগ মহকুমায় ৪টি থানা বিগত তিন বছর ধরে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের কর্মসূচিতে বেশিরভাগ স্কুল কলেজের ক্যাম্পাসে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে মাইকিং-এর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের যে কটি জেলা আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা আরামবাগ মহকুমা। বর্তমানে পুলিশ কড়া হাতে দুর্ঘটনা এড়াতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কারণ সাধারণ মানুষকে বারবার বলা সত্ত্বেও সেইভাবে কোনরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন নি যানবাহন চালকরা। তাই প্রতিনিয়তই বাইক আরোহীর হেলমেট, চারচাকার সিটবেল্ট এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালালে তা যদি প্রমাণিত হয় তার জন্য সরকারিভাবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু পেট্রোল পাম্পগুলিতে বিনা হেলমেটে এখনও পেট্রোল দেওয়া চলছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা বিনা হেলমেটে রমরমিয়ে ঘুরছে আরামবাগ মহকুমায়। ঝুঁকিপূর্ণভাবে তিনজন থেকে চারজনকে নিয়ে বাইকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরামবাগ শহরে। মাঝেমধ্যে লক্ষ্য করা যায়, স্কুল ইউনিফর্ম পরে বিনা হেলমেটে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ যদি তাদের আটকায় তখন তারা স্কুল বা কলেজের অজুহাত দিয়ে আইনের হাত থেকে রক্ষা পায়। আঠারো বছরের নিচে যে সকল ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের তো বিনা হেলমেটে বাইকের পাশাপাশি কানে হেডফোন দিয়ে করে সিগন্যাল ভেঙে বাইক চালানো, আবার কখনও আবার হেলমেট না নিয়ে। পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েকবছর ধরে পথনিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করেও যেসকল মানুষ এখনও পর্যন্ত সচেতন হয় নি তাদেরই বাইক ও চারচাকা আটক করে যথাযথভাবে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের তরফ থেকে আরামবাগ থানায় একটি সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের চারচাকা গাড়িতে একটি এলইডি টিভির মাধ্যমে সকল মানুষকে সচেতন করা হয়। সেখানে সিটবেল্ট পরা, দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাবেন না, হেলমেট পরুন এইসমস্ত বিজ্ঞাপনগুলি দেখানো হচ্ছে। পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনকারী গাড়ি ও গাড়ির চালককে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা ও কেস দেওয়ার কাজে লাগানো হয়েছে। আরামবাগ শহরের সতীতলার বাসিন্দা রীতম মন্ডল জানান, এই তিন বছরে আরামবাগ মহকুমায় প্রায় শতাধিক মানুষের জীবনহানি হয়েছে। কিন্তু দিন দিন সাধারণ মানুষ সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। তবে প্রশাসনের কাছে আমার একটি অনুরোধ স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ট্রাফিক আইন ভাঙলে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

ব্যাঙ্কমিত্রদের অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামজীবনপুর ঃ সরকার নির্ধারিত দক্ষ শ্রমিকদের বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার দাবিতে গণডেপুটেশন ও অবস্থান বিক্ষোভ করল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক মিত্ররা। ১২ দফা দাবিতে ৬ ফেব্রুয়ারি এই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিম মেদিনীপুর রিজিয়নে। তাদের দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল প্রতিটি ব্যাঙ্ক মিত্রকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়োগপত্র দিতে হবে। ব্যাঙ্কমিত্রদের সরকার নির্ধারিত হারে দক্ষ শ্রমিকের বেতন দিতে হবে প্রভৃতি। তাদের বেতন ৩০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫০০ টাকা করার ব্যাপারেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে তারা অবহেলিত হওয়ায় দিশাহারা ও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। অবিলম্বে তাদের দাবি না মানলে তারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন বলে জানান বিক্ষোভকারী ব্যাঙ্ক মিত্ররা।

আরামবাগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ২ ব্যক্তির। মৃতদের নাম সেখ মিরাজুল ইসলাম (৪৬) বাড়ি হুগলির আরামবাগ ব্লকের সাপরাজোল গ্রামে। অন্যদিকে লালমোহন ক্ষেত্রপাল (৩৯) বাড়ি আরামবাগ ব্লকের তিরোল গ্রামে। জানা গেছে, বুধবার বিকালে সেখ মিরাজুল ইসলাম মাঠে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় ওই মাঠে একটি ট্রান্সফর্মার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেই সময় কবাবু পুনরায় বিদ্যুৎসংযোগ করতে গেলে অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। চিকিৎসক করতে থাকেন তিনি। মাঠের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপরদিকে, লালমোহন ক্ষেত্রপাল তিরোল গ্রামপঞ্চায়েতের শিয়ালিতে রড কাটার কাজ করছিলেন একটি বাড়ির ছাদে, তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। কিন্তু ওই জায়গায় ১১ হাজারের বিদ্যুৎ লাইন ছিল। বুধবার সন্ধ্যায় অন্ধকারের ফলে তিনি বুঝতে না পারায় অসাবধানতাবশত একটি রড ১১ হাজার লাইনের সংস্পর্শে এলে লালমোহনবাবু তড়িদাহত হন। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিই মোদিকে হারাতে যথেষ্ট ঃ অরূপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুরে রাজ্যের শাসকদলের জনসভায় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে হারাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিই যথেষ্ট। বাংলায় লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তিন-চার থাকার জন্য লড়াই করছে। ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখে প্রধানমন্ত্রী মোদি দুর্গাপুরে ইস্পাত নগরীর নেহেরু স্টেডিয়ামে এক জনসভায় কার্যত বাংলায় বিজেপির নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রী ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার প্রধান মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করেই তার ভাষণ দেন। এরপরেই কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে জেরা করতে সিবিআই ছুটে যায় কমিশনারের বাড়ি। মুখ্যমন্ত্রী ধর্নায় বসেন। মোদির জনসভার উত্তরে রাজ্যের শাসকদল ইস্পাতনগরীর তিলক ময়দানে এক কর্মীসভা করে। সেখানে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন শিল্পাঞ্চলের বিধায়কেরা এবং নগর নিগমের কাউন্সিলরেরা এবং মেয়র। প্রধানমন্ত্রী পাল্টা তৃণমূলের জনসভায় কিন্তু শাসকদলের কর্মীদের ভিড় ছিল কিছুটা পাতলা। এদিনের জনসভায় কুলটি থেকে বেশ কিছু বিজেপি কর্মীরা যোগ দেন তৃণমূলে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, বিজেপির জোট সঙ্গীরা বিজেপিকে ছেড়ে যাচ্ছে আর বিজেপির এখন জোট সঙ্গী সিবিআই আর ইডি। দেশের কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে ক্ষমতায় ফিরতে চাইছে বিজেপি। আসানসোল এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে তৃণমূল জয় পাবে কিনা প্রশ্নে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, তারা ৪২ আসনেই জয় লাভ করবেন আর বিজেপি শূন্য পাবে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, মোদির জনসভাকে তৃণমূলের কর্মীসভা ৫-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। মন্ত্রী মলয় ঘটক তাঁর ভাষণে বর্তমানে মোদি জমানায় দেশের বেহাল অবস্থার কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, মোদি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নকল করেই প্রকল্প নিয়ে আসেন আর দেশের মানুষের কাছে মিথ্যা বলেন।

আরএসএস কে দুর্গন্ধ হিন্দু বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ আরএসএস হল নোংরা হিন্দু, দুর্গন্ধ হিন্দু। গেরুয়াধারী হিন্দুবাদ থেকে আমাদের কাছে ভালো হিন্দু রবীন্দ্রনাথ, ভালো হিন্দু বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জন দাস, জ্যোতি বসু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, গলসিতে জমিয়তের এক সভা থেকে এভাবেই আরএসএসকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা। তবে এদিনের সভায় সেভাবে ভিড় হয়নি। গলসির বিদ্যুৎ দফতরের পাশে ধান জমিতে এদিনের সমাবেশের আয়োজন করে জমিয়তে। জেলার নানা ব্লক থেকে সমর্থকেরা এসে সমাবেশে যোগ দেন। তবে শুধু আরএসএস কে নয়, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে মনে করিয়ে দেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লার তৃণমূলের প্রতি অবদান। সিদ্দিকুল্লা সাফ জানান, নন্দীগ্রামে তাঁরা লড়াই না করলে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারতো না। সিপিএম জমানায় তাঁর প্রতি কিভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল তাও সিদ্দিকুল্লা সাহেব জনসভায় তুলে ধরেন। জমিয়তের এই নেতা বলেন, বর্ধমানের এক হোটেলে থাকাকালীন তাঁকে সিপিএম খুন করার পরিকল্পনা করেছিল। তিনি বলেন, তাঁর পরিবারের দুটি বন্দুক সিজ হয়েছে, শত বিঘা জমি সম্পত্তি বর্গাদার করা হয়েছে। ১৪ বার আক্রান্ত হয়েছি সিপিএমের হাতে বলে মন্তব্য করেন এই মন্ত্রী। তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, চোখ বুজে থাকবেন না, তাঁরা দরকষাকষির জায়গায় যান নি। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো মুখ্যমন্ত্রী, এলাকার মানুষের প্রয়োজন আছে তাই তাঁরা পাশে আছেন এবং থাকবেন। তবে আরএসএসকে ধ্বঁশিয়ারি দিয়ে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা বলেন, ঘুমন্ত বাঘকে চিমটি কাটবেন না হাঁ করলেই সব পেটে ঢুকে যাবে।

বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ছিল না বিশেষভাবে সক্ষম শংসাপত্র। গ্রামের মানুষ পৌঁছাতে পারেননি সরকারি বড় বড় হাসপাতালগুলোতে। তাই এতদিন পর্যন্ত দিব্যাঙ্গ শংসাপত্র না থাকায় সরকারি ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই ব্লকের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করা হল এই শিবির থেকেই। আগামী এক মাসের মধ্যেই এই দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিরা পাবেন শংসাপত্র। তার পরেই মিলবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা। খুশি এলাকার দিব্যাঙ্গ মানুষরা। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের লাউদোহার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে আয়োজিত হল একদিনের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের আয়োজন দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতি এবং দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। লাউদোহার ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এডিএমওএইচ অভিষেক রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখার্জী ও দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মৃণালকান্তি বাগচী জানান, এই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা এদিন এখানে জমায়েত হন। যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম তাঁদের চিহ্নিতকরণ করা হবে এবং তাঁদের জন্য সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করবে ব্লক প্রশাসন। এদিন এই ক্যাম্পে প্রায় ৩৫০ থেকে ৪০০ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা ভিড় জমান। বিএমওএইচ জানান, এই ক্যাম্পে যারা দিব্যাঙ্গ মানুষ তাঁদের চিহ্নিত করণ করা হবে। তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। যার ফলে তাঁরা তাঁদের ভাতা পেতে অসুবিধায় পড়বেন না এবং উপকৃত হবেন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা। এতদিন পর্যন্ত রেওয়াজ ছিল যে, জেলার সদর হাসপাতালগুলিতে অথবা সরকারি মহকুমা হাসপাতালগুলিতেই বিশেষভাবে সক্ষমদের চিহ্নিতকরণ এবং তাঁদেরকে শংসাপত্র প্রদান করার। এতে প্রচুর সময় লাগতো এবং তাতে সরকারি ভাতা পাওয়া-সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতেন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা। তাই এবার ব্লকে ব্লকে দেওয়া হবে বিশেষভাবে সক্ষমদের শংসাপত্র। রাজ্য সরকারের এমন ঘোষণার পর থেকেই দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লক দুর্গাপুর মহকুমাকে পথ দেখাল।

দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলে লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের পক্ষে মিরাকেল ঘটবে ঃ জেলা সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বদল হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসে। কংগ্রেসের সেই চিরাচরিত নিয়ম, প্রদেশে সভাপতি বদল হলে জেলাতেও ঘটে বদল। অন্যথা হয় নি সেই নিয়মের। সৌমেন মিত্র প্রদেশ সভাপতি হওয়ার পরে বর্ধমান শিল্পাঞ্চল জেলা সভাপতি পদে দেবেশ চক্রবর্তীকে সরিয়ে প্রবীণ নেতা তরুণ রায়কে জেলা সভাপতি করা হয়। আর এই ঘটনায় কংগ্রেসের ভিতরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। নবনিযুক্ত সভাপতি তরুণ রায় অবশ্য এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন। তাঁর কথায়, প্রথম প্রথম এটা কেউ বলছে তবে দলের স্বার্থে সবাই পথে নামবে। কংগ্রেসের বর্তমান জেলা সভাপতি অবশ্য দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেস সাইনবোর্ড হয়ে গিয়েছে বলে মানতে রাজি নন। রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের হাত ধরে কংগ্রেস লড়বে কিনা তার উপরেই নির্ভর করছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে একক শক্তির উপরে লড়াই। কংগ্রেস জেলা সভাপতি অবশ্য মনে করছেন এবার লোকসভা ভোটে একক শক্তিতেও লড়লেও একটা মিরাকেল ঘটবে নির্বাচনের ফলাফলে। কংগ্রেস জেলা সভাপতির দাবি, পুর এবং পঞ্চায়েত ভোটে যেভাবে শাসকদল মানুষের ভোটের অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে তাতে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ জমা হয়ে রয়েছে। মানুষ চুপ আছে কিন্তু ভোটের দিন ভোটারেরা শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ তুলবে শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে। প্রাক্তন (যদিও নিজেকে প্রাক্তন বলতে নারাজ দেবেশ চক্রবর্তী) এবং বর্তমান সভাপতি দুজনেই কিন্তু একমত এক শক্তিতে লড়াই করলেও কংগ্রেস ভালো ফল করবে। তারের মধ্যে চতুর্থ হবেন কিনা প্রশ্নে তবে প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য দেবেশ চক্রবর্তী শিল্পাঞ্চলের মানুষ সেটা বিচার করবেন। শিল্পাঞ্চলে সিপিএমের হাত ধরে বা না ধরেও কংগ্রেস ভালো ফল করবে বলেই নিশ্চিত কংগ্রেস জেলা নেতারা। তবে সিপিএমের হাত ধরার জন্য কট্টর কংগ্রেসী ভোটারেরা বিজেপি বা তৃণমূলে যাবে না বলেই মনে করছে কংগ্রেস।

জলে তলিয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম রঞ্জিত মাহাতো (৩৫)। কেন্দা থানার রাজাখান্দা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার দুপুরে গ্রামেরই খুব বড় একটি পুকুরে সস্ত্রীক স্নান করতে গিয়েছিল ওই যুবক। পুকুরঘাটে স্ত্রী স্নান করার সময় তিনি সাঁতার দিয়ে পুকুরের এপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পার হতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পুকুরের মাঝ বরাবর গিয়ে গভির জলে তলিয়ে যান। ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী ঘটনাটি বাড়ির লোকেদের জানান। প্রতিবেশি-সহ অন্যান্যরা জলে তল্লাশি চালাতে নেমেও অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যার দিকে তাঁর মৃতদেহ জলে ভেসে ওঠে এবং কেন্দা থানার পুলিশ গিয়ে তা উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠায়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ দুদিন পরেও কোন খোঁজ মেলেনি পুরুলিয়ার বলরামপুর এলাকার বিজেপি কর্মী কার্ত্তিক গরাইয়ের। ফলে চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাঁর আত্মীয় পরিজনদের। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছেন, ওই যুবকের সন্ধানে পুলিশি তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার পুরুলিয়া ২ ব্লকের ভাড়া এলাকায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভাতে যোগ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আচ্ছর্জনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান বলরামপুর থানার কর্মা গ্রামের বছর পঁচিশের যুবক কার্ত্তিক গরাই। ওই রাতেই তাঁর সন্ধানে নেমে তাঁর আত্মীয়রা স্থানীয় উরমা এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে থেকে তাঁর বাইকটি উদ্ধার করে। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, ওই যুবককে অপহরণ করা হয়েছে।

মানবিকতা ঃ বিড়াল বাচ্ছাকে বাঁচাল ব্যক্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বুধবার দুপুরে আরামবাগ শহরের ১৪নং ওয়ার্ডের কোর্ট রোড এলাকায় এক মানবিক দিক লক্ষ্য করা গেল। জানা গেছে, এদিন দুপুরে কোর্ট রোড এলাকায় একটি তিনতলা বাড়ির ফাটা পাইপে একটি বিড়াল বাচ্চা আটকে যায় এবং চিৎকার করতে থাকে। তখন আরামবাগ শহরের বাঁধপাড়ার বাসিন্দা ধীরেন হাড়ি বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই তিনতলার ছাদের কার্নিস বেয়ে উপরে উঠে প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় মৃতপ্রায় বিড়ালের বাচ্চাটিকে উদ্ধার করেন এবং আহত বিড়াল বাচ্চাটিকে চিকিৎসা করান। এই সাহসিকতা ও মানবিকতার জন্য ধীরেন হাড়িকে এই ওয়ার্ডের আন্তরিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ থেকে উত্তরীয়, ফুল, মিষ্টি দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কাজী চয়ন আহমেদ, মুন্সি মনিরুজ্জামান, সেখ হাসমত আলি। তাঁরা জানান, ধীরেন হাড়ি নিজের জীবনকে হাতে নিয়ে সেভাবে এই কাজটি করেছেন সেটি খুবই প্রশংসনীয়।